PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar
Ramkrishnanagar
Assam

দ্বিরালাপ সংগ্রহ-১

আমাদের চিন্তাবিশ্ব

সম্পাদনা
তপোধীর ভট্টাচার্য
স্বপ্না ভট্টাচার্য

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০০৯

দ্বিরালাপ সংগ্রহ-১

আমাদের চিন্তাবিশ্ব

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

বয়ানক্রম

কথাসূচনা	:	স্বপ্না ভট্টাচার্য	১৭
দ্বিরালাপ কেন	:	তপোধীর ভট্টাচার্য	১৯-২১
বিশেষ বয়ান ১			
দ্বিরালাপের দর্শন	:	গৌতম বিশ্বাস	২৩-৩২
বিশেষ বয়ান ২			
আমার কবিতা ভাবনা	:	অমিতাভ গুপ্ত	৩৩-৩৬
বিশেষ বয়ান ৩			
ভাঙ বেভাঙ : ঘর বাহির	:	অঞ্জন সেন	৩৭-৪০
বিশেষ বয়ান ৪			
কবি যখন কথাকার	:	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১-৪২
বিশেষ বয়ান ৫			
আমার উপন্যাস ভাবনা	:	অনিন্দ্য ভট্টাচার্য	৪৩-৪৪
প্রসঙ্গ দ্বিরালাপ			
আমাদের কথা	:		৪৫-৬৪
		তপোধীর ভট্টাচার্য	
		শুভ্রা নাগ	
		রণবীর পুরকায়স্থ	
		বর্ণশ্রী বক্সী	
		সুচরিতা চৌধুরী	
		শর্বানী রায়চৌধুরী	
		অশোক দাস	
		কিন্নর রায়	
		রূপরাজ ভট্টাচার্য	
		বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	
ভাবনা চিন্তা	:		৬৫-৯২
		শেখর দাশ	
		সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	
		তপোজ্যোতি ভট্টাচার্য	
		অশোক কুমার সেন	
		সর্বানী বিশ্বাস	

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

রামী চক্রবর্তী
বিজয়া দেব
রূপরাজ ভট্টাচার্য
রাহুল দাস
রমা পুরকায়স্থ
স্বপ্না ভট্টাচার্য
বিজয় দেব
সাধন চট্টোপাধ্যায়

দুঃসহ এ সময়ে : ৯৩-২২৪

অমিতাভ গুপ্ত
বন্দনা দত্তচৌধুরী
রামী চক্রবর্তী
রমা পুরকায়স্থ
সর্বানী বিশ্বাস (রায়চৌধুরী)
বিজয়া দেব
শেখর দাস
অমিতাভ চক্রবর্তী
সঞ্জীব দেবলস্কর
তপোধীর ভট্টাচার্য
শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার
স্বপ্না ভট্টাচার্য
দেবাশিস ভট্টাচার্য

শিল্প, সাহিত্য, নৈতিকতা : ১২৫-১৫৪

অমিতাভ দেব চৌধুরী
সাধন চট্টোপাধ্যায়
নন্দিতা ভট্টাচার্য
অভিজিৎ চৌধুরী
বিজয়া দেব
অমর মিত্র
রূপরাজ ভট্টাচার্য
রামী চক্রবর্তী
কিন্নর রায়

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

সর্বানী বিশ্বাস (রায়চৌধুরী)
সুমিত্রা দত্ত
বর্ণশ্রী বক্সী
অভিশ্রুতি পুরকায়স্থ
শম্পা পাল
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপন্ন শৈশব : ১৫৫-১৮০

৯৩-২২৪

তপোধীর ভট্টাচার্য
সঞ্জীব দেবলস্কর
স্বপ্না ভট্টাচার্য
রূপরাজ ভট্টাচার্য
বিজয়া দেব
সর্বানী বিশ্বাস (রায়চৌধুরী)
বন্দনা দত্ত চৌধুরী
সুচরিতা চৌধুরী
রামী চক্রবর্তী
সুমিত্রা দত্ত
অমিতাভ চক্রবর্তী
বিশ্বতোষ চৌধুরী

গণমাধ্যম ও আমরা : ১৮১-২১৬

বিজয়া দেব
মিহির দেবনাথ
সঞ্জীব দেবলস্কর
রবিন পাল
স্বপ্না ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
বর্ণশ্রী বক্সী
রামী চক্রবর্তী
রূপা ভট্টাচার্য
বন্দনা দত্ত চৌধুরী
সুচরিতা চৌধুরী
তপোজ্যোতি ভট্টাচার্য
রূপরাজ ভট্টাচার্য
বিশ্বতোষ চৌধুরী

১২৫-১৫৪

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

শহর শিলচর : ২১৭-২৪৮

সঞ্জীব দেবলস্কর
অভীক গুপ্ত
সুচরিতা চৌধুরী
রূপা ভট্টাচার্য
রামী চক্রবর্তী
অমিতাভ চক্রবর্তী
অমিতাভ দেব চৌধুরী
বিজয়া দেব
তপোজ্যোতি ভট্টাচার্য
দূর্বা দেব
রমা পুরকায়স্থ
রূপরাজ ভট্টাচার্য
বিশ্বতোষ চৌধুরী
প্রিয়কান্ত নাথ

পড়ুয়ার কবিতা : ২৪৯-২৮৪

বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য
অনুরূপা বিশ্বাস
ছবি গুপ্তা
পীযূষ রাউত
জয়া মিত্র
তপোধীর ভট্টাচার্য
বিজয় কুমার ভট্টাচার্য
অমিতাভ দেবচৌধুরী
শংকরজ্যোতি দেব
অমর মিত্র
রণবীর পুরকায়স্থ
সাধন চট্টোপাধ্যায়
স্বপ্না ভট্টাচার্য
জয়তী ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
বর্ণশ্রী বক্সী
মুজিব স্বদেশী
বিজয়া দেব
রূপা ভট্টাচার্য
রমাপ্রসাদ বিশ্বাস

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

বঙ্গভঙ্গ : ফিরে দেখা

সম্পর্ক : সঙ্গ-নিঃসঙ্গ

সংযোগ-অসংযোগ

রূপরাজ ভট্টাচার্য
বিজয়া দেব
সীমারেখা দাস
বন্দনা দত্ত চৌধুরী
বিশ্বজিৎ চৌধুরী

বৌদ্ধিকবর্গ : মুখ ও মুখোশ : ৩৬১-৩৮২
তপোধীর ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
দিলীপ কুমার বসু
সুভাষ কর্মকার
ওয়াসি আহমেদ
নিরুপমা নাথ
রূপরাজ ভট্টাচার্য
অচ্যুত মণ্ডল

এসময়ের সত্য মিথ্যা : ৩৮৩-৪০০
অমর মিত্র
গৌতম বিশ্বাস
বিজয়া দেব
তৃপ্তি সাস্ত্রা
রামী চক্রবর্তী
বরুণজ্যোতি চৌধুরী
জয়তী ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
রূপরাজ ভট্টাচার্য

মহাবিদ্রোহের দেড়শ বছর : ৪০১-৪২৬
অমিতাভ গুপ্ত
কামালউদ্দিন আহমেদ
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
রণবীর পুরকায়স্থ
বিকাশ রায়
রামী চক্রবর্তী
স্বপ্না ভট্টাচার্য
দূর্বা দেব
বিজয়া দেব

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

সামাজিক দায়বদ্ধ
শিল্প, সংস্কৃতি

মেয়েদের ঘর ও

শিক্ষা-ব্যবস্থার আলে

২১৭-২৪৮ বঙ্গভঙ্গ : ফিরে দেখা :
তপোধীর ভট্টাচার্য
শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার
জয়তী ভট্টাচার্য
বিজয়া দেব
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
অমিতাভ চক্রবর্তী
সুচরিতা চৌধুরী
মুজিব স্বদেশী
প্রিয়কান্ত নাথ
বর্ণশ্রী বক্সী
দূর্বা দেব
২৮৫-৩১২

সম্পর্ক : সঙ্গ-নিঃসঙ্গ :
জয়তী ভট্টাচার্য
বিজয়া দেব
রূপা ভট্টাচার্য
রমাপ্রসাদ বিশ্বাস
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
দূর্বা দেব
সাধন চট্টোপাধ্যায়
রূপরাজ ভট্টাচার্য
দীপক চক্রবর্তী
অমিতাভ চক্রবর্তী
বন্দনা দত্ত চৌধুরী
রণবীর পুরকায়স্থ
স্বপ্না ভট্টাচার্য
তপোধীর ভট্টাচার্য
৩১৩-৩৪০

২৪৯-২৮৪

সংযোগ-অসংযোগ :
তপোধীর ভট্টাচার্য
দিলীপ কুমার বসু
নিরুপমা নাথ
স্বপ্না ভট্টাচার্য
রাহুল দাস
জয়তী ভট্টাচার্য
৩৪১-৩৬০

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

সামাজিক দায়বদ্ধতা : সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি : ৪২৭-৪৫২

অনুরূপা বিশ্বাস
তপোধীর ভট্টাচার্য
মিহির দেবনাথ
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
বিজয়া দেব
তপোজ্যোতি ভট্টাচার্য
রূপরাজ ভট্টাচার্য
নিশীথরঞ্জন দাস
বন্দনা দত্ত চৌধুরী
সত্যেন্দ্র তালুকদার

৩৬১-৩৮২

মেয়েদের ঘর ও বাহির : ৪৫৩-৪৮০

সুকুমারী ভট্টাচার্য
স্বপ্না ভট্টাচার্য
হাসনা আরা শেলী
অনুরাধা সেনগুপ্ত
অয়িঋদ্ধি ভট্টাচার্য
নমিতা চৌধুরী
শর্বানী দত্ত
দূর্বা দেব
নন্দিতা দাস
অভিজিৎ চৌধুরী
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
পূর্ণিমা চৌধুরী
মহুয়া দাস
সঞ্চয়িতা চৌধুরী
স্বপ্না ভট্টাচার্য

৩৮৩-৪০০

৪০১-৪২৬

শিক্ষা-ব্যবস্থার আলো আঁধারি : ৪৮১-৫০০

স্বপ্না ভট্টাচার্য
সুভাষ কর্মকার
অজিত কর
স্বপন কুমার দত্ত
বিশ্বজিৎ চৌধুরী

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

রূপরাজ ভট্টাচার্য
অশোক দাস
সঞ্জীব দেবলস্কর

লিটল-ম্যগাজিন :
আজ ও আগামী কাল : ৫০১-৫২২

বিশ্বজিৎ চৌধুরী
প্রিয়কান্ত নাথ
রবিন পাল
সুভাষ কর্মকার
গোবিন্দ ধর
জিতেন্দ্র নাথ হাটুই
মুর্শিদ এ. এম
শতদল আচার্য
রত্নদীপ দেব
অঞ্জন শিকদার
অর্নব পণ্ডা
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কী লিখি, কেন লিখি,
কীভাবে লিখি : ৫২৩-৫৫২

তপোধীর ভট্টাচার্য
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
স্বপ্না ভট্টাচার্য
রাহুল দাস
শেখর দাস
রূপরাজ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র গুহ
গোবিন্দ ধর
অঞ্জন সেন
জিতেন্দ্র নাথ হাটুই
অমিত শিকদার
রণবীর পুরকায়স্থ

পরিশিষ্ট - ক : ৫৫৩
পরিশিষ্ট - খ : ৫৫৪
পরিশিষ্ট - গ : ৫৫৬
পরিশিষ্ট - ঘ : ৫৫৭

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

দেখতে দেখতে 'দ্বিরালাপ' আটবছর অ
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে তা দ্বিমাসি
পথচলতি ইতিহাস বিচিত্র ও বহুগামী।
সবাই মিলিত হয়েছিলাম। প্রয়োজনকে ছ
হয়েছিল দ্বিরালাপ। প্রথম দু-এক সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বহির্বঙ্গ, ত্রিপুরা
আলোচনা করেছি।

দ্বিরালাপ বাংলা ভাষার স্থান-কাল নি
পথ তৈরি হয় তেমনি দ্বিরালাপ প্রকাশ
গেছে। প্রকাশনায় এসেছে বিষয়-বৈচিত্র্য
জন্য নির্দিষ্ট। শতবর্ষ উদ্‌যাপনে বেশ ক
দ্বিরালাপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা শু
ফলে স্থান ও কালের দাবি মেনে নানা বি
সংখ্যায়। সেই সঙ্গে প্রতি ডিসেম্বরে বি
পন্যাস ও কবিতার সমালোচনা করেছি

দ্বিরালাপের বৈশিষ্ট্য হলো লেখার হ্র
নিজেদের ভাব প্রকাশ করেন। এ যেন
কিন্তু দীর্ঘায়তনের ভারজনিত ক্লান্তির
প্রতিবাদের এ এক ঐকান্তিক মায়াবী ও

দ্বিরালাপের পাতায় শুধু বিদগ্ধ ন
কিশোর-কিশোরী, নাট্যকর্মী, সঙ্গীতশিল্পী,
সবাই আন্তরিক অংশগ্রহণ করেছেন।
বিপরীতে দাঁড়িয়ে কী এবং কেন-এই জি

অনেকদিন থেকেই নির্বাচিত দ্বিরাল
সদস্যরা প্রাথমিকভাবে কিছু লেখা নি
মনে হল দ্বিরালাপ একটি নানা ফুলের
অসংখ্য লেখক—বিচিত্র বিষয়-ভাবনায়
রাখতে হলে 'দ্বিরালাপ সংগ্রহ' হওয়া
নিয়ে 'দ্বিরালাপ সংগ্রহ-১' প্রকাশ কর
পেয়েছে 'আমাদের চিন্তাবিশ্ব' শিরোনা

মানসিক অবস্থান। নির্জনতা মানুষকে অন্তরে সমৃদ্ধ করে আর নিঃসঙ্গতা ঠেলে দেয় হতাশার দিকে। কারণ নিঃসঙ্গতার জন্ম হয় মানুষের মনের একান্তভাবে চাওয়া কোনও কিছুর না-পাওয়া থেকে। আর এই না-পাওয়ার বেদনাও মানবমনের এক অবিচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কারণ সামাজিক রীতি-নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই একটা 'স্ববিরোধ' থাকে বাইরের সত্তা ও অন্তরের সত্তার মধ্যে। প্রথমটা হল সাধারণ চাওয়া পাওয়া অর্থাৎ জাগতিক সুখ, যশ-প্রতিপত্তি, সহজে হার না-মানা, সবসময় সবজান্তা ভাব দেখানো, সবচেয়ে মোক্ষম কথাটা বলা ইত্যাদি আর দ্বিতীয়টা কী তা কেউ জানে না। সেটাই ব্যক্তির একান্ত পরিচয়। সেটাই অন্তরের নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এ হল সঙ্গ-নিঃসঙ্গ তার একান্ত আত্মিক বা অর্ন্তমুখী বিশ্লেষণ যা একজন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব এবং যা একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময় ভিন্ন রকম। কিন্তু আজকের পরিমণ্ডলে নিঃসঙ্গতার বা আরও সঠিকভাবে বললে বিচ্ছিন্নতার একটা সামাজিক দিকও রয়েছে। বিগত দুই দশকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাই সৃষ্টি করেনি, সঙ্গে জন্ম দিয়েছে এক ভোগবাদী মূল্যবোধের, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা। ছোট পরিবার, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা, জীবিকার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নেওয়া, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-বহুলতাই এই ভোগবাদী মূল্যবোধের প্রধান লক্ষণ। ফলে সমাজ-চেতনা, মানবিকতা, হৃদয় ইত্যাদির পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বার্থই প্রতিটি মানুষের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ হেন মূল্যবোধে আবদ্ধ মানুষ যে-ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে সেখানে হয়ত নিঃসঙ্গতাই মানুষের একমাত্র সঙ্গী হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে কার্ল সাগানের একটি অতি প্রাসঙ্গিক উক্তি দিয়ে লেখাটি শেষ করছি : 'যে নতুন পৃথিবীর সন্ধানে আমরা হতবুদ্ধি মাতালের মতো ছুটে চলেছি, সেই পৃথিবী হবে কোলাহল স্তব্ধ, সেখানে একমাত্র কোলাহল হবে কী বোর্ডের ঠক্ ঠক্ শব্দ'।

জয়তী ভট্টাচার্য

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

সঙ্গ অথবা সঙ্গহীনতা

আদিম অরণ্যপ্রকৃতির মাঝে গড়ে-ওঠা মানবজীবনের সম্পর্ক কেমন ছিল? সম্পর্ক নির্মাণ হত শুধু, বন্ধন ছিল না? এই প্রশ্নটির উত্তরে আরো কিছু প্রশ্ন উঠে আসে; সম্পর্ক শব্দটির সঙ্গে কি 'বন্ধন' শব্দটি জড়িয়ে ছিল তখন? নাকি সম্পর্ক নির্মাণ হত খোলামেলা, মুক্ত অবাধ জীবনচর্যার খোলা হাওয়ায়—আরণ্যক জীবনে বুঝি তাই 'বন্ধন'-শব্দটিই ছিল না। সুতরাং নিঃসঙ্গতা শব্দটিরই অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ 'বন্ধন' শব্দটি 'সঙ্গ' ও 'নিঃসঙ্গে'র জন্মদাতা অথবা 'সঙ্গ' নয়, শুধুই 'নিঃসঙ্গে'র জন্মদাতা। প্রাকৃতিক জীবনে শৃঙ্খলা আছে, শৃঙ্খল নেই। তাই প্রকৃতির কোলে বেড়ে-ওঠা মানবজীবন 'সম্পর্ক' নামক শব্দটির ওপর অধিকারবোধের থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে যায়নি বলেই অরণ্যচারী মানবজীবন 'নিঃসঙ্গতা' নামক শব্দটির হাতের মার খায়নি। তার সঙ্গী কি শুধু মানুষই ছিল? বৃক্ষরাজি ছিল না? ছিল না চতুষ্পদ জন্তুরাও? প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ মিলেমিশে যে যূথবদ্ধ জীবনাচরণে অভ্যস্ত ছিল মানুষ তাতে সম্পর্ক গড়ে ওঠার সহজাত আনন্দ

ছিল। এই প্রকৃতিজ সম্পর্ক নির্মাণে সহজাত আনন্দবোধই ছিল সম্পর্ক গড়ে ওঠার আনন্দ। এর পেছনে বন্ধনের অধিকারবোধ ছিল না।

অরণ্যচারী মানুষ সমাজ স্থাপনের মোহে ক্রমশই প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। গ্রাম, শহর, নগর পত্তনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষ বিচ্ছিন্নতার সূক্ষ্ম প্রকৌশলকে নিজের অজান্তেই নিজে তৈরি করেই চলেছে। জীবনযাপন প্রণালীকে নিরাপদ, সুস্থির ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার লক্ষ্যে তৈরি করেছে হাজারো সূক্ষ্ম বন্ধনের শৃঙ্খল। মানুষের নিরন্তর চাহিদার সঙ্গে মিশে গেছে বন্ধনের আদ্যোপান্ত জড়িয়ে ধরবার কৌশল। অর্থাৎ 'বন্ধন' ও 'চাহিদা' শব্দদুটির মধ্যে তৈরি হয়ে চলেছে এক শৃঙ্খলিত সম্পর্ক-বন্ধন। আরো চাই—কী চাই? হায়! মানুষ কি কখনও জানতে পেরেছে কী তার যথার্থ চাহিদা? নগরজীবনের সুযোগসুবিধা, বেঁচে থাকার স্থূল সংকট থেকে আপাতমুক্তির বাহ্যিক চেহারা দেখে মানুষ ভুলেই গেল, সে-ও তো প্রকৃতিজ। মানুষের বুদ্ধি আছে, মন আছে, এ নিয়ে মানুষ যতই বড়াই করুক না কেন—আসলে সে পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যে-পরিবেশ সে তৈরি করছে নিজে, তার শৃঙ্খলে জড়িয়ে যাচ্ছে নিজেরই হাত পা। পরিবেশ ও সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অধিকাংশ মানুষই, কল-টেপা পুতুলের মতোই। তাই উনিশ শতকীয় মানবতাবাদের জোয়ার অথবা বিশ শতকীয় দেশপ্রেমের জোয়ার বিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে ভাঁটার টানে টানে একুশ শতকের প্রথম পর্যায়ে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষ এখন মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্ন, একক কাঁটাগাছ। বিপ্রতীপ স্রোত নিয়মকেই প্রমাণিত করে শুধু—সময়ের চোরাঘূর্ণিতে এঁরা তো পরোক্ষভাবে আক্রান্ত। প্রাকৃতিক জীবন থেকে ক্রম-বিচ্ছেদ ও নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূক্ষ্ম দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকৌশলের ক্রমবিকাশমান স্বরূপবদলের চেহারাটি মানবিক সম্পর্ককে আহত করেছে তার অধিকারবোধের থাবা বসিয়ে। আমি আমিত্ব সর্বগ্রাসী অহংবোধ নাগরিক জীবনকৌশলের স্বচ্ছন্দ অবদান। এই 'আমিত্ব' বোধই মানুষের সহজ সম্পর্কের ওপর অধিকারবোধের থাবা বসিয়েছে। মুক্তমন ও খোলাবুদ্ধি দিয়েই যে লগ্নহীন সম্পর্ক বন্ধনকে সহজ আনন্দ দিয়ে পুনর্গঠিত করা যায়—ভাঙাচোরা হাড় জোড়া লাগিয়ে চলিষ্ণু করা যায়—তার দিকে মানুষ আর ফিরেই তাকায় নি। আমি এবং আমি—এই আমিত্বের বোঝাটাই নাগরিক জীবনশৈলীর অনবদ্য অবদান। সুতরাং সঙ্গহীনতা—যার অনিবার্য পরিণাম অনিকেত জীবনশৈলী। নেই নেই নেই কিছুই নেই—এই সর্বগ্রাসী নেই এর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে বিকল্প বুঝি ঝকমকে ভোগ্যপণ্য! এই ভোগ্যপণ্যই বুঝি 'নেই' 'নেই' দশা থেকে আপাতমুক্তি দেবে! জড়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কী আপ্রাণ প্রয়াসই না আজকাল চোখে পড়ছে। মানুষ ক্রমশই হয়ে পড়ছে প্রযুক্তিকৌশলের দাসানুদাস। প্রকৃতির স্থান দখল করেছে প্রযুক্তি—সজীব সৌন্দর্যের স্থান দখল করে নিয়েছে মানুষ-রূপ রোবটেরা। বিস্তারিত নেটওয়ার্ক তন্তুজালের ভেতরে আটকে পড়েছে তার জড় পিণ্ডাকৃতি বানানো চেহারা। উদ্দেশ্যহীন এই চোখ-ধাঁধানো সময়ের হাতে মানুষ আজ খেলনা-পুতুল। কোথায় গেল পাখি-ডাকা ভোর, কুয়াশা-মাখানো সন্ধ্যা, সূর্যাস্তকালীন মেঘেদের লজ্জামাখা লালিমা, অন্তহীন সবুজের ঘন সজীব-শ্যাওলা গন্ধ!

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

মানুষ আজও কথা বলে। কী সেই কথা? দুই এক্কে দুই, দুই, দু'গুনে চার, তিন দু'গুনে ছয়...এই ধারাপাতের বৃত্তের ছকে দাঁড়িয়ে অস্থির পদচারণা, ভোগের নেশায় বেহুঁশ আচরণ,...যৌনাচারের বেলেল্লাপনায় ডুগডুগি বাজানো সময় ক্ষয় করে দিচ্ছে যে সুস্থ জীবনবোধকে—সেখানে কি সমার্থক সঙ্গ অথবা সঙ্গহীনতা?

বিজয়া দেব

জনারণ্য এই শহর তবু বড় একা লাগে

যেহেতু সম্পর্ককে মানুষ নির্মাণ করে আবার সম্পর্কই মানুষকে তৈরি করে তাই বলা যায় এই দুই-এর মধ্যে অবশ্যই একটা দ্বিরালাপ চলতে থাকে। যে-কোনও একটি সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পর সেই বন্ধন যদি কখনও ছিন্ন হয় তখন এর রেশ খুব সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। আবার এটাও তো সত্য যে নতুন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সময় নতুন করে গড়া সম্পর্ক আমাদের জীবনকে নতুন মাত্রা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সম্পর্কের এত ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গ উঠে আসে কেন? তাহলে কি সম্পর্ক মানুষকে কিছু দেয় না? আর যদি দেয় তাহলে কেন বলা হয় 'বড় একা লাগে এ আঁধারে মেঘের খেলা আকাশ পারে।'

বিশ্বায়নের এই অত্যাধুনিক পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত প্রচলিত ধরনকে পাল্টে ফেলার প্রস্তুতি চলছে। একদিকে যেমন অচেনা জগৎকে চেনা করে তোলার প্রয়াস তো আবার অন্যদিকে চেনা জগৎকে অচেনা করে তুলে সমকালীন মানুষ হয়ে উঠেছে বদ্ধপরিকর। তাহলে এমন পরিবেশে এ ধরনের গুঞ্জন কেন ধ্বনিত হয়, 'মানুষ বড় একলা তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।' পথ চলতে চলতে যেমন এই কথাগুলি ভাবিয়ে তোলে কোনো সংবেদনশীল মানুষকে আবার সেকথাগুলো ভাবতে ভাবতে পথ চলতে হয় তার। আবার 'কেন' এই শব্দটি উঠে আসা মাত্রই এর সূত্র ধরে আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে : 'কী করণীয়?' এই সম্পর্কটাই বা কখন নিঃসঙ্গতায় পর্যবসিত হয়? আবার নিঃসঙ্গতারও ভেতরে তো একটি সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা আছে।

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam

পরিচিত নামের নাগপাশে আবদ্ধ প্রতিটি সম্পর্ককে পাওয়া যাবে, তা যেমন সত্য নয়, আবার পাশাপাশি এটাও তো সত্য যে, নামবিহীন সম্পর্কের বীজও হৃদয়ে বপন হতে পারে, হয়ে থাকে অর্থাৎ চিরাচরিত নামের খোলসকে ভেঙে দিয়ে খোলামেলা বাঁধনছাড়া সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়। অবশ্য প্রচলিত সংস্কারকে তুড়ি মেরে নতুনকে স্বীকার করতেও যেন কোথাও বাধার সৃষ্টি হয়। আর এরই সূত্র ধরে দেখা দেয় বর্ণনাতীত নিঃসঙ্গতা। অথচ চেনা সম্পর্কের মধ্য থেকে দাঁত, নখ বেরিয়ে আসে কতভাবে। এই সম্পর্ক কি সম্পর্ক নাকি সঙ্গ তৈরি করার ছলে নিঃসঙ্গতার চাষ? সম্পর্কের বিন্যাস থেকে বেরিয়ে আসে নিঃসঙ্গতা। এটাও আপেক্ষিক সত্য যে ক্ষণিক শৃঙ্খল মুক্ত করে অনন্ত শৃঙ্খলে বাঁধতে গেলে অর্থাৎ বাঁধতে বাঁধতে সম্পর্ককে খোলা এবং খুলতে খুলতে সম্পর্ককে বাঁধা : এই দুই-এর মধ্যেই সম্পর্কের সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা উভয়ই কার্যকরী হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ফিরে আসে : 'কী করণীয়?' অর্থাৎ ব্যস্ততাবহুল জীবনে নিঃসঙ্গতা কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? এই প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য আজকের বৈদ্যুতিন

মাধ্যমের পৃথিবীতে যেখানে 'সময়ের অভাব' শব্দটি অনিবার্য ভাবে প্রযোজ্য, সেখানে কি নিঃসঙ্গতার আদৌ কোনও স্থান আছে? যদি বলি হ্যাঁ, তবে তা থেকে উত্তরণের উপায়ই বা কী? হয়তো অন্য কোনও কিছুর অভ্যাস, যা চিরন্তন সত্য, চির শাশ্বত, চির সুন্দর অর্থাৎ ভালবেসে পড়ার অভ্যাস ও ভাবনার মন্থন। যেহেতু প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র, মতান্তর সৃষ্টি হওয়াটাও অসম্ভব নয়। মানুষের ধারণায় এই কথা থাকতেই পারে, নিঃসঙ্গতার একমাত্র প্রতিষেধক হতে পারে মানুষই কেননা, 'মানুষ মানুষেরই জন্য'। বা যদি এভাবে বলা যায়,

'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে,
.....
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি'

আর তখন যে-কথাগুলো না-বললে আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে যায়, তা হচ্ছে সম্পর্কের বিনির্মাণ ও এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কের পুনর্নির্মাণের প্রয়াসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সাহচর্যে নতুন হয়ে ওঠা এবং সেইসঙ্গে নিঃসঙ্গতাকেও নতুন করে দেখা ও দেখতে শেখানো-ই জীবনের প্রকৃত পাঠ।

রূপা ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ : বৃদ্ধাবাস

মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিকাশ নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদরা অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সবকয়টি ভাষায়, যেমন—ইংরাজি, জার্মান, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ফরাসি প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্কগুলোর নামকরণে এক অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। অথচ পরিবারের বাইরের সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে তেমন কথা মোটেই বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এইরকম : সভ্যতার শুরুতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেরা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটির সঙ্গমস্থলে বসবাস করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকেন, আর সেজন্যেই এক পরিবারভুক্ত সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে নামকরণের মিল থেকে গেছে। একই কারণে পরিবারের বাইরে সম্পর্কগুলোতে মিল তো দূর অস্ত, সামান্যতম সাযুজ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক্, কালের স্রোতে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষ কবে প্রথম যূথবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেছিল, সঠিক সন-তারিখ জানা না গেলেও সমাজতাত্ত্বিকেরা মানব-সভ্যতার বিবর্তনকে মোটামুটি এইভাবে চিহ্নিত করেন : প্রাক্-ঐতিহাসিক সাম্যবাদী সমাজ, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী সমাজ। পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের মতে পৃথিবী আজ পুঁজিবাদের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এবং এরপর আর বিকাশ অসম্ভব। বস্তুবিশ্বকে যারা এভাবে দেখতে চান তাদের গুরু ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ইতিহাসের মৃত্যু হয়েছে। আর সেই হেতু সভ্যতার সঙ্কট অবধারিত। ফুকুয়ামার পরিচয় খুঁজতে গিয়ে

PRINCIPAL
Ramkrishna Nagar College
Ramkrishnanagar, Karimganj
Assam